R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৬৪-২৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
একরঙাকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

৬৩শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে মাঘ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

নির্ব্বাচনী সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের সুপারিশে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে বড় রকমের হেরফের ঃ সুজাপুর-কালিয়াচক বাদ, নবগ্রাম-খড়গ্রাম যুক্ত

বিশেষ প্রতিনিধি : নির্ব্বাচনী সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের সুপারিশে ১৯৭৫ সালে ৮ নম্বর জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে বড় রকমের রদবদল হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রকে ভেঙে পাঁচটি করা হয়েছে এবং লোকসভা কেন্দ্র থেকে মালদহ জেলার সুজাপুর ও কালিয়াচক বিধানসভা কেন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করে মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র এবং কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র দু'টিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে দু'টি তপসিলী কেন্দ্র ও পাঁচটি সাধারণ কেন্দ্র নিয়ে বিন্যস্ত হয়েছে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র।

ফরাক্কা, সুতী, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘি—এই চারটি কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণের সময় দাবি উঠেছিল রঘুনাথগঞ্জকে বাড়তি কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা এবং তপসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রকে সাধারণ কেন্দ্রে পরিণত করার। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সেই দাবি নাকচ হয়ে গিয়ে জন্ম হয় অরঙ্গাবাদ নামে নতুন এক বিধানসভা কেন্দ্রের এবং অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রটি তপসিলী উপজাতিদের জন্য পূর্ব্ববৎ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সাগরদীঘি কেন্দ্র থেকে বাদ গিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর ও জামুয়ার অঞ্চল দু'টি।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাছ চাষের জন্য পুকুর খোঁড়া হচ্ছে

সাগরদীঘি, ১ ফেব্রুয়ারী—মাছ চাষের জন্য সাগরদীঘি ব্লক সংলগ্ন একটি ভাঙা জমি কেটে পুকুর খোঁড়া হচ্ছে আর পি পি স্কীমে। এর জন্য খরচ হবে প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা। এ খবর দিয়ে বিডিও ভুজঙ্গভূষণ সাহা জানান, এতদিন পুকুরের অভাবে পোনার জন্য অন্য ব্লকের উপর নির্ভর করতে হত এই ব্লকের মাছ চাষীদের। পুকুরটি খোঁড়ার পর মাছের চাষ করা হলে বছরে প্রতি ৩ হাজার টাকায় নীট ১২ হাজার টাকা লাভ হবে। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এই ব্লকের জাগলাই এবং ব্রাহ্মণীগ্রামে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুটি মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রুই, কাতলা, মৃগেল, সাইপ্রিনাস কারফিউ, গ্র্যাস কারপ ও সিলভার কারপ—এই ছ'রকম মাছ চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

গ্রামবাসীর হেঁসোয় ডাকাত জখম, গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১ ফেব্রুয়ারী—ক'দিন আগে সুতী থানার সিধোরে ডাকাতদের গুলিতে একজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছিলেন, এবার এই থানার এক ডাকাতির ঘটনায় গ্রামবাসীর হেঁসোয় একজন ডাকাত আহত হয়েছে এবং আহত ডাকাতকে আজ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত এই খবরে প্রকাশ ২৬ জানুয়ারী রাত্রে সাগরদীঘি থানার হাতীশালা গ্রামে লুৎফর রহমানের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত চড়াও হয়ে বাড়ীর লোকজনদের মারধোর করে এবং মেয়েদের গহনা ছিনিয়ে নেয়। ধান, গরু, ছাগল, ভেঁড়া প্রভৃতি বিক্রী করে গৃহস্বামী লুৎফর রহমান জমি কেনার জন্য ২৮০০ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই টাকা বালিশের তলায় নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। ডাকাতরা হানা দিয়েই প্রথমে তাঁকে বেঁধে ফেলে এবং টাকাগুলো কেড়ে নেয়। পরে গৃহস্বামীর ছেলের ঘরে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা সাংবাদিক সম্মেলন ২৭ ফেব্রুয়ারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ ফেব্রুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারী। সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছে। অনুত্তম পণ্ডিতকে সভাপতি/আহ্বায়ক করে। এই সমিতিতে আর যাঁরা রয়েছেন—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, পীযূষ চন্দ্র, সমর পাণ্ডে, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নির্মল সরকার, দুলাল ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ ভকত ও সত্যরঞ্জন বকসী।

কংগ্রেস

লুৎফল হকের নামও প্রস্তাবিত হলো

বিশেষ প্রতিনিধি : মহঃ সোহরাবের সমর্থনেই জঙ্গিপুর কেন্দ্রের সকলের সমর্থন ছিল বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ প্রাক্তন এম পি হাজি লুৎফল হকের শক্তি কমেনি, তাঁর সমর্থনের পাল্লা অবশেষে ভারী হয়েছে।

এস ইউ সি

৭ তারিখের আগে নয়

বিশেষ প্রতিনিধি : এস ইউ সি বহরমপুর কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। কলকাতায় রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে; প্রার্থী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেবেন কেন্দ্রীয় কমিটি। সুতরাং আগামী ৭ ফেব্রুয়ারীর আগে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম জানা যাবে না বলে জেলার নেতা অচিন্ত্য সিংহ জানান।

আর এস পি

ত্রিদিববাবু দাঁড়াচ্ছেন

বিশেষ প্রতিনিধি : আর এস পি আগামী লোকসভার নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তার মধ্যে বহরমপুর ও জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র দু'টি

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া • ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে মাঘ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

সিনেমার সীটনম্বর

যন্ত্রযুগীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানের দান বেগ। এই বেগ গ্রামীণ জীবনকে কিছুটা স্পর্শ করিলেও নাগরিক জীবন-যাত্রাকে অত্যধিক মাত্রায় প্রভাবিত করিয়াছে। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে পারিবারিক হাজার দায়িত্ব পালনে কি পুরুষ, কি নারী—বেগবান্ বা বেগবতী। কর্মস্থলেও কর্মভার সম্পাদনে বেগের প্রতাপ। আজ সর্বত্র সকলেই গতিমান্ বা গতিমতী—'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত। অবকাশ হিসাবে প্রাপ্ত দুর্লভ সময়টুকু স্ব স্ব অভিরুচিতে নিয়োজিত হয়। কাহারো গাল-গল্পে, কাহারো বায়ুসেবনে, কাহারো পড়াশুনায়, কাহারো সিনেমা-থিয়েটারে আর কাহারো বা হা-হুতাশে অবসর কাটে। শাহরিক মানুষের জীবনে সিনেমা-থিয়েটারের প্রভাব খুব বেশী। নাগরিক সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ এই সিনেমা থিয়েটার। আগের দিনে সিনেমাগৃহে পছন্দমত আসন সংগ্রহের জন্য ধাক্কাধাক্কি বা হুড়াহুড়ি রীতিমত চলিত। পূর্ব হইতে টিকিট কাটিয়াও অনেককে অসুবিধা করিয়া জায়গা লইতে হইত। ফলে আসনে ও টিকিটে নম্বর দেওয়ার রীতি চালু হইল। ইহার জন্য প্রেক্ষাগৃহে ঝঞ্ঝাট দূর হইল। এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে মঙ্গলকর।

স্থানীয় 'ছায়াবাণী' সিনেমাগৃহে পুরুষদের আসনে নম্বর দেওয়া আছে। টিকিট বিক্রয়ের সময় সেই আসন-নম্বর লেখা হয়। ফলে জায়গা দখলের অশান্তি পুরুষমহলে নাই। কিন্তু এই সিনেমাগৃহে মহিলাদের আসনে অদ্যাপি নম্বরের ব্যবস্থা হয় নাই। এইজন্য উপরতলায় অশান্তি অমিল; এমত বলা যায় না। মা, পিসি, মেয়ে টিকিট কাটিলেন। সাংসারিক কাজে মা অথবা পিসির দেরী হইলে মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি বসিতে পান না। যেহেতু আসন আগলাইয়া রাখাতে অনেকের আপত্তি থাকে, তাই অপরাপর ললনাদের রসনা মধুবর্ষণে তৎপর হয়। মহিলাদের প্রবেশদ্বারে যিনি থাকেন, তিনিও আসন দখল করিয়া রাখায় আপত্তি জানান।

সম্প্রতি এই সিনেমাগৃহে 'দত্তা' ছায়াচিত্র প্রদর্শনে একদিন এইরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। মনে করিবার অসুবিধা নাই যে, এমনতর ঘটনা প্রায়শঃ ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঘটিবেও। মহিলাদের আসনে নম্বর দেওয়া এবং বিক্রীত টিকিটে সেই আসন-নম্বর তুলিয়া দেওয়ার বাধা যে কোথায়, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বরঞ্চ তাহা করা হইলে 'শো' আরম্ভের পরও উপরতলায় যে রসনা চালনাধ্বনি শ্রুত হইবার অবকাশ থাকে, তাহা বিদূরিত হইতে পারে। মেয়ে আগে টিকিট কাটিয়াছে নিজের, মায়ের ও পিসীর। কিন্তু আধুনিক যুগের গতির দাপটে পারিবারিক কর্মে তাঁহাদের কেহ হয়ত একটু দেরীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই টিকিটে তাঁহাকে বসিতে হইল অনেক সামনে এবং বিচ্ছিন্নভাবে। সিনেমাগৃহের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা 'ছায়াবাণী' কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মাদ্রাসা ও প্রধান শিক্ষক

১৯-১-৭৭ তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলম 'হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ' শীর্ষক সংবাদে ঘটনা বর্ণনাকারী সংবাদদাতা মনে হয় পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এবং এ্যাড-মিনিষ্ট্রেটরের বিপদের বন্ধু। উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হচ্ছে উল্লিখিত এ্যাড-মিনিষ্ট্রেটার কর্তৃক তাঁর লালগোলা বাসভবনে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শাহাদাত হোসেনের নিকট হ'তে বলপূর্ব্বক পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণে অনিচ্ছা বা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে ইস্তফাপত্র দাখিল না করতে শিক্ষকগণের অনুরোধ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় পদত্যাগের মনোভাবে অটল ছিলেন না বরং ঐ বেআইনী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে যেখানে প্রতিবাদ ও প্রতিকার সেখানেই তিনি অটল। —এস শাহাদাত হোসেন, প্রধান শিক্ষক, জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের হেরফের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৭৫ সালে বিধানসভা কেন্দ্রগুলির হেরফের যেভাবে ঘটেছে : ৫০নং ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র গঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ ফরাক্কা থানা এলাকা নিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামসেরগঞ্জ থানার গাজীনগর, মালঞ্চা, ধুলিয়ান পুরসভা এলাকা এবং জিওলমারি মৌজা। এই কেন্দ্রের সর্বশেষ ভোটার সংখ্যা ৭২,৩৯০; ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৬৯।

৫১নং অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র নির্ধারিত হয়েছে প্রতাপগঞ্জ, তিন-পাকুড়িয়া, বোগদাদনগর, কাঞ্চনতলা, ভাসাই পাইকর, দোগাছি-ন'পাড়া, চাঁচণ্ডা, নিমতিতা, উমরাপুর, কাশিমনগর, জগতাই—১ ও ২ এবং অরঙ্গাবাদ—১ ও ২নং অঞ্চল নিয়ে। এই কেন্দ্রে ভোটদাতার সংখ্যা ৭৭,১৯৩ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৭১।

৫২নং সুতী বিধানসভা কেন্দ্র কাশিমনগর, জগতাই ও অরঙ্গাবাদ বাদে সম্পূর্ণ সুতী থানা এলাকা এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর, জামুয়ার ও কানুপুর অঞ্চল নিয়ে বিন্যস্ত হয়েছে। এখানে ভোটদাতার সংখ্যা ৭৮,১৬৮ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ৮০টি। লক্ষ্মীপুর, বাজিতপুর, মহেশাইল—১ ও ২, বহুতালি, হারোয়া, সাদিকপুর, নুরপুর, বংশবাটী, আহিরণ এবং উপরোক্ত অঞ্চলগুলি এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত ৬টি অঞ্চল আগে জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবং জরুর ও জামুয়ার অঞ্চল দুটি সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল।

৫৩নং সাগরদীঘি (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্র সম্পূর্ণ সাগরদীঘি থানা এলাকা এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার মিরজাপুর নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রে ভোটদাতার সংখ্যা ৭২,৬১১ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা ৭০।

৫৪নং জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্র গঠিত হয়েছে জরুর, জামুয়ার ও কানুপুর বাদে পুরো রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা নিয়ে। এই কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়েছে লাল-গোলার দয়ারামপুর অঞ্চল এবং লালগোলা কেন্দ্রে থেকে গিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার সেখালিপুর অঞ্চলটি। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে ভোটদাতার সংখ্যা ৮৩,৫২৪ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৭।

এছাড়াও ৮নং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত ৫৭ নং নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি পুরো নবগ্রাম থানা এলাকা ও জিয়াগঞ্জ থানা এলাকা নিয়ে এবং কান্দী মহকুমার ৬৬নং খড়গ্রাম (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রটি পুরো খড়গ্রাম থানা এলাকা এবং বড়োঞা থানার কল্যাণপুর—১ ও ২ ও খড়জুনা গ্রামগুলি নিয়ে বিন্যস্ত হয়েছে।

আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসভা কেন্দ্রগুলির ভোটদাতা ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা নিম্নরূপ :—

লোকসভা কেন্দ্র	ভোটদাতার সংখ্যা	সারভিস ভোটার	ভোট গ্রহণ কেন্দ্র
৮নং জঙ্গিপুর	৫,৬৪,৯২৮	২৬৩	৫৭২
৯নং মুর্শিদাবাদ	৫,৮৪,৭৮৯	৩৩১	৬২৭
১০নং বহরমপুর	৬,৪৩,৬৬৪	৬৩৫	৭১৬

জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৭,৯৬,৩১০; মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ১৯১৫।

সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ ফেব্রুয়ারী—ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের ডাকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে যে আন্দোলন চলছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে এই আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে জেলা শাসকের অফিসের সামনে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অবস্থানের যে কর্মসূচী নির্ধারিত ছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে তা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকছে। খবরটি জানিয়েছেন ফেডারেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ সাহা।

এতো ভাবনা কেন তোর
একুশ বছর
পেরোক আগে
বউ আনিস তারপর
তার আগে যে আইনের মানা
davp 76/879

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

দাতাপীরের ওরস উৎসব

কিংবদন্তীর সঙ্গে লোকাচার মিশে যদি কোন উৎসবের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে বলতে বাধা নাই দাতাপীরের ওরস উৎসবটি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে প্রচলিত উৎসবগুলির অন্যতম। জেলায় আরো বহু উৎসব হয় তার মধ্যে এই উৎসবটি ভীষণ জনপ্রিয়। যাঁকে কেন্দ্র করে উদ্‌যাপিত হয় এই উৎসব সেই দাতাপীরের মাজার বা পীঠস্থানটি কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানার নগর গ্রামে অবস্থিত।

দাতাপীর সাহেবের বাল্যকালের নাম সৈয়দ শাহ্‌চাঁদ বাদশা। এখন যে গ্রামে তাঁর মাজার, বাল্যকালে তিনি সেই নগর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম আতাই-এর জমিদার বাড়ীতে থাকতেন এবং রাখালের কাজ করতেন। কথিত আছে একবার সেই জমিদারের একমাত্র মেয়ে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়। জমিদার বহু কবরেজ-বৈদ্যকে দিয়ে মেয়ের চিকিৎসা করান, কিন্তু অসুখ কিছুতেই সারতে চায় না। পরে তিনি এক বড় ফকিরকে ধরেন এবং মেয়ের অসুখ সম্পর্কে বলেন। ফকির জমিদারকে বলেন যে, তাঁর বাড়ীতে যে ছেলেটি রাখালের কাজ করে একমাত্র সেই পারবে তার অসুখ সারাতে। জমিদার প্রথমে মেয়ের অসুখ সারাবার কথা বাড়ীর রাখালকে বলতে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু পরে তিনি এ সম্পর্কে রাখালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। রাখাল বালক তাঁকে খুব ভোরে উঠে পুকুর থেকে এক গ্লাস জল আনতে বলেন। জমিদার তাঁর কথামত জল এনে দিলে তিনি মন্ত্র পড়ে দেন এবং সেই জলপড়া খেয়ে জমিদার-দুহিতা আরোগ্য লাভ করে। জমিদার তখন সেই রাখাল বালক অর্থাৎ সৈয়দ শাহচাঁদ বাদ্‌শার জন্য আলাদা একটি বাড়ী তৈরী করে দেন। শাহ্‌চাঁদ সাহেব সেই থেকে অনেকের অসুখ ভালো করতে থাকেন এবং ফকির হন। ফকির হবার পর তিনি নগর গ্রামে আসেন। তখন এখানে জনবসতি ছিল না, ছিল জঙ্গল। এ কাহিনী যখনকার, গৌড়ের বাদশা হোসেন শাহ্‌ তখন জীবিত। একবার হোসেন শাহ্‌ গৌড় থেকে এখানে এলে শাহচাঁদ সাহেব জঙ্গলের একটি বটগাছে আম ফলান এবং সেই আম হোসেন শাহ্‌কে খেতে দেন। হোসেন শাহ্‌ সেই আম খেয়ে শাহচাঁদ সাহেবকে পীরের স্বীকৃতি দেন। সম্ভবতঃ সেই থেকেই শাহ্‌চাঁদ বাদ্‌শা দাতাপীর নামে পরিচিত হন। শোনা যায়, নগরের জঙ্গলে এসে দাতাপীর সাহেব একজন ব্রাহ্মণ-সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। পরে সেই ব্রাহ্মণসন্তান ধর্মান্তরিত হয়ে মুরাদ হোসেন নামে পরিচিত হন এবং দাতাপীর সাহেবের মাজার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এটি একটি পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হয় এবং কিংবদন্তীর সঙ্গে লোকাচার মিশে গিয়ে জন্ম হয় নতুন এক উৎসব — দাতাপীরের ওরস উৎসব। মুর্শিদাবাদ জেলার নিজস্ব এই উৎসব। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে অপূর্ব এই উৎসব পালিত হয় প্রতি বছর পৌষ মাসে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে একটি মেলা বসে। চলে প্রায় দেড় মাস। আতাই গ্রাম থেকে দাতাপীর সাহেব নগরে আসেন এবং তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে মেলা বসে বলে একে বলা হয় আতাই-নগরের মেলা। তবে এই মেলাটি দাতাপীরের মেলা নামেই জেলায় এবং জেলার বাইরে পরিচিতি লাভ করেছে।

দাতাপীর সাহেবের মাজারটি মাটি দিয়ে তৈরী। মাটির ছোট একটি ঘর, টালের ছাউনি। আগে খড়ের ছাউনি ছিল। কয়েক বছর আগে বহরমপুরের আনন্দ ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোক টালের ছাউনি করে দেন। পীর সাহেবের সম্পত্তি আছে ৪৫ একর। এখন সেই সম্পত্তি ওয়াকফ। শোনা যায় দাতাপীর সাহেব নাকি পাকা দালান চান না। ঘরের ভেতর তাঁর সমাধি চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। বারান্দা ঘরে খাদেম (সেবাইত) মুরাদ সাহেবের সমাধি। সেটিও চাঁদোয়া দিয়ে আবৃত। দু'টি সমাধির ওপরেও চাঁদোয়া ঝোলানো রয়েছে। মাজারের পাশে মজে যাওয়া একটি দীঘি। দীঘির নাম নগরের দীঘি; দাতাপীর সাহেবের সম্পত্তি। পীরসাহেব কোন এক পৌষ মাসের ২০ তারিখে পরলোকগমন করেন বলে এই দিনটিতে ওরস (মৃত্যু) উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি চারদিনের। ১৯, ২০, ২১ ও ২২ পৌষ। ১৯ পৌষ মাজারের দরজা খোলা হয়। বন্ধ হয় ২২ তারিখে। মনস্কামনা পূরণের জন্য হাজার হাজার পুণ্যার্থী সিন্নি দেন এই মাজারে। হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ নাই। আমি দেখেছি দুই সম্প্রদায়ের লোককেই সিন্নি দিতে। দীঘি থেকে স্নান করে এসে শালপাতার ঠোঙায় করে মুড়কি ও মাটির তৈরী ঘোড়া দিয়ে সিন্নি দেওয়া হয়। যাঁদের মানসা থাকে তাঁরা মুরগী দেন। ১৯, ২০, ২১ পৌষ এই তিনদিন ভোগ রান্না হয় পীর সাহেবের। ২২ পৌষ মুরাদ সাহেবের। পীর সাহেবের ভোগ হয় আতপ চাল, মুরগীর মাংস এবং অন্যান্য তরকারী দিয়ে। মুরাদ সাহেবের সেদ্ধ ভোগ সাত রকম কলাই, শাক এবং আতপ চাল দিয়ে। এই চারদিন এই মাজারে যে আসে তাকেই প্রসাদী ভাত এবং মুরগীর মাংস দেওয়া হয়। মুরগী কম পড়ে গেলে মাজার পরিচালকদের মুরগী কিনে দিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের খাদেম বা সেবাইত বলা হয়।

মাজারের ভেতর দেখলাম মুড়কি, খই, ডাব, কলা, ওল, পেঁপে, চাল, মিষ্টান্ন প্রভৃতির সিন্নী। সবই কৃপা-প্রার্থীদের দান। ধূপবাতির গন্ধে, ফুলের মালায় ঘরের ভেতরের চেহারা পাল্টে গিয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পূজো মণ্ডপ। বাইরে কাঁসর ঘণ্টা, ঢোল প্রভৃতির বাজনা। জুতো খুলে মাজারের ভেতর ঢোকার নিয়ম। মাজারের সামনে ধূনো জালিয়ে বসে কয়েকজন ফকির। জনকয়েক লোক মুড়কি বিলিতে ব্যস্ত। লোকে লোকারণ্য। বেশী ধুম হয় ২০ পৌষ। কাজেই সেদিন মেলায় লোক সমাগম ঘটে অন্ততঃ ৩০ হাজার। দীঘির পাড়ে হাজারখানেক গরু ও মোষের গাড়ী। ১৪৪ ধারায় নিষেধ সত্ত্বেও বাসের ছাদে চেপে আসছেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী। দীঘির সামান্য যে জলে সকলে স্নান করেন তা রীতিমত অস্বাস্থ্যকর। দীঘির পাড়ে অনেকে রান্না করে খান মুরগীর ঝোল দিয়ে ভাত। গরুর গাড়ী এবং মোটর গাড়ী যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন। মেলায় সিনেমা, সারকাস, ম্যাজিক এবং নানা রকমের দোকান। খোলা খাবার, বিশেষ করে মিষ্টি বিক্রী হয় প্রচুর।

কিন্তু এ তো গেল বাহ্যিক দৃষ্টান্ত, যে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এখানে এত পুণ্যার্থী আসেন তার অন্তর্নিহিত কারণটি জানা দরকার। জনসমুদ্রের গভীরে দাতাপীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার যে সমস্ত ঘটনার ভিত প্রোথিত, তার দু'একটি উদাহরণ না দিলে, উৎসবের সবটা বলা হয় না। যথা (১) নগর থেকে দেড় মাইল পূর্বে মাড়গ্রামের সামুজ পীরসাহেব একদিন সকালে বাঘের পিঠে চেপে নগরের দিকে আসছিলেন। দাতাপীর সাহেব তখন ঘরের ছোট প্রাচীরে বসে দাঁতন করছিলেন। সামুজ সাহেবকে বাঘের পিঠে চড়ে আসতে দেখে তিনি ঘরের প্রাচীরে বসেই এগিয়ে চললেন সামুজ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য। (২) গৌড়ের বাদশা হোসেন শাহ্‌ মারা যান পুরীতে। তাঁর মৃতদেহ সিন্দুকে করে বাদশাহী সড়ক ধরে গৌড়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় দাতাপীর সাহেব মৃত হোসেন শাহ্‌কে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচিয়ে কথা বলেন।

দাতাপীর সাহেব সম্পর্কে এ ধরনের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা এখানে শোনা যায়। অবশ্য সবই কিংবদন্তী। এবং এই সমস্ত কিংবদন্তীই এখানকার জনপ্রিয় উৎসবটির সৃষ্টির সহায়ক পশ্চাৎপট।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে: মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

স্থান পরিবর্ত্তন
মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

বরখাস্ত ষ্টেশন মাষ্টার স্বপদে পুনর্বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের পূর্বতন কর্মচ্যুত ষ্টেশন মাষ্টার তারকনাথ রায়কে স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে দেশ-ব্যাপী রেল ধর্মঘটে যোগদানের জন্য গত বছর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং সেই খবর জঙ্গিপুর সংবাদে বেরিয়েছিল। এবার খবর পাওয়া গেল যে, রেল কর্তৃপক্ষ তারকনাথ রায়ের আবেদন পুনর্বিবেচনা করে তাঁকে আবার গত ১৩ জানুয়ারী থেকে ষ্টেশন মাষ্টারের পদে পুনর্বহাল করেছেন। এবার তাঁকে শেয়ালদা ডিভিশনে বদলি করা হয়েছে।

ডাকাত জখম, গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢোকার চেষ্টা করলে সে হেঁসোর আঘাতে একজন ডাকাতকে ঘায়েল করে। ডাকাতেরা তখন তাকে এবং তার বাবাকে হেঁসো দিয়ে কোপাতে শুরু করে। লুৎফর রহমান কোন রকমে হাতের বাঁধন খুলে ডাকাত-দলকে লাঠি দিয়ে পিটতে শুরু করেন। ডাকাতরা তখন চম্পট দেয়। গৃহস্বামী এবং তাঁর ছেলেকে আহত অবস্থায় সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, আজ হেঁসোর আঘাতে আহত সেই ডাকাতটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার নাম দুলাল সেখ।

ত্রিদিববাবু দাঁড়াচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যতম। আর এস পি-র সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা ত্রিদিব চৌধুরী দাঁড়াচ্ছেন বহরমপুর কেন্দ্রে। তাঁর নাম ইতি-মধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৫২ সাল থেকে ত্রিদববাবু বহরমপুর কেন্দ্রের অপরাজেয় এম পি। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে : যতীন চক্রবর্তী কিংবা কলকাতা হাই কোর্টের এ্যাডভোকেট মৃন্ময় বাগচীর।

শিক্ষক চাই

প্রস্তাবিত দশম শ্রেণীর জন্য একজন বি কম, একজন ফিজিক্যাল ট্রেণ্ড ও দুইজন বি, এ শিক্ষক আবশ্যক অনার্স ও ট্রেণ্ড অগ্রগণ্য। ১০ দিনের মধ্যে সেক্রেটারী ডি বি, এস হাই মাদ্রাসা বরাবরে দরখাস্ত করুন।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ২২৫/৭৬ অন্য

বাদী প্রাণবল্লভ সিংহ মৃত্যুান্তে ওয়ারিশ ১। শ্রীগণপতি সিংহ পিতা ৺প্রাণবল্লভ সিংহ সাং জগতাই থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

বঃ

বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে কালেকটার অব মুর্শিদাবাদ সাং থানা ও পোঃ বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ

২। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড সাং ডোমকল কুঠি পোঃ ও থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ

৩। হাসেনপুর গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর মাজেদ আলী বিশ্বাস পিতা মৃত ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস সাং হাসেনপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

৪। শ্যামপুর গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর লতিফুর রহমান পিতা মৃত ইয়াসিন মণ্ডল সাং শ্যামপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্ব্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে থানা সুতীর অধীন পশ্চিমপাকা মৌজার ৩নং খতিয়ানের ১৮০নং দাগের সম্পত্তির R. S. পরচার মন্তব্যের কলমে বর্ষাকালে নৌকা চলাচলের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য্য উল্লেখে রেকর্ড থাকায় আইনের কূটতর্ক নিবারণ জন্য নালিশী সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হাসেনপুর মৌজার তথা হাসেনপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর ও শ্যামপুর মৌজার তথা শ্যামপুর গ্রামের গ্রাম-বাসিগণ পক্ষে মাতব্বর জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বাদী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন অতএব উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্যদিন ১৭/২/৭৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া উকিল নিয়োগে উক্ত মোকর্দ্দমায় জবাবাদি দিবেন তদন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার বিচার হইবে। এ কারণ উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় স্থানীয় সংবাদপত্র জঙ্গিপুর সংবাদে প্রচার করা হইল।

তপশিল চৌহদ্দি

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজা পশ্চিমপাকা খতিয়ান নং ৩ দাগ নং ১৮০ পরিমাণ ২১·২৫ শতক মধ্যে ১১৮০৮০ বিঘা যাহার বাংলা চৌহদ্দি হাল বন্দোবস্তকারী আবদুল সাত্তার মণ্ডলের জমির দক্ষিণ, নারায়ণপুর সীমানার পূর্ব্ব খাস খামার জমির উত্তর ও পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে ১১৮০৮০ বিঘা দৈর্ঘ্য গড়ান ১২/৭/৫ লিঙ্ক × প্রস্থ গড়ান ৩০৮ লিঙ্ক।

By Order of the Court,
Sd/- B Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

কলকাতায় কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মোৎসব

গত ২৪ জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর সন্ধ্যায় কলকাতায় ডাঃ সাবিত্রী রায়ের বাসভবনে কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মোৎসব অন্যান্যবারের মত পালিত হয়। পণ্ডিচেরী থেকে প্রবীণ বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার মশায় এসেছিলেন সভার পুরোধা হিসেবে। তাঁকে দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে। সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কবি ডাঃ অমিয় হাটী, 'জনপদ' সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, 'ব্রহ্মকমল' সম্পাদক মধুসূদন চক্রবর্তী, ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কন হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক সুধীর-কুমার মিত্র, সাহিত্যিক অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, গৃহী সন্ন্যাসী ডাঃ গিরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাঠাকুর পুত্র অমল-কুমার পণ্ডিত প্রমুখ।

শিক্ষক লাঞ্ছিত

গত ২২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় স্কুল চলাকালীন প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে বুকলিষ্ট বিতরণকালে কয়েকজন লোক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তিনজন শিক্ষককে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

পদবী পরিবর্তন

আমি চতুরানন বারিক, পিতা ৺অভিমন্যু বারিক গ্রাম জলঙ্গাপাড়া, পোঃ গাঙ্গিন, জেলা মুর্শিদাবাদ অদ্য ১/২/৭৭ তারিখ মঙ্গলবার হইতে জঙ্গিপুর ফৌজদারী কোর্টে অ্যাফিডেফিট করিয়া বর্তমানে চতুরানন সরকার নামে পরিচিত হইলাম।

EOMITE

PAINTS

A Colourful Blend Of Quality

&

Service

PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.

for Painting Doors & Windows.

BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER

for Walls Exterior & Interior.

They reflect your good living style.

BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.

—: Special Stockist :—

S. K. Roy Hard Ware Stores.

Raghunathganj : Murshidabad.

Phone No. 4

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ২২৪/৭৬ অন্য

বাদী প্রাণবল্লভ সিংহ মৃত্যান্তে ওয়ারিশ ১। শ্রীগণপতি সিংহ পিতা ৺প্রাণবল্লভ সিংহ সাং জগতাই থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

বঃ

বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে কালেকটার অব মুর্শিদাবাদ সাং ও থানা ও পোঃ বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ

২। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড সাং ডোমকল কুঠি পোঃ ও থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ

৩। হাসেনপুর গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর মাজেদ আলী বিশ্বাস সাং হাসেনপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ পিতা ইমাজুদ্দন বিশ্বাস

৪। শ্যামপুর গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর লতিফুর রহমান পিতা মৃত ইয়াসিন মণ্ডল সাং শ্যামপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে থানা সুতীর অধীন পশ্চিমপাকা মৌজার ৩নং খতিয়ানের ১৮০নং দাগের সম্পত্তির R. S. পরচার মন্তব্যের কলমে বর্ষাকালে নৌকা চলাচলের জন্য সাধারণের ব্যবহার্য্য উল্লেখে রেকর্ড থাকায় আইনের কুটতর্ক নিবারণ জন্য নালিশী সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হাসেনপুর মৌজার তথা হাসেনপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর ও শ্যামপুর মৌজার তথা শ্যামপুর গ্রামের গ্রামবাসিগণ পক্ষে মাতব্বর জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বাদী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন অতএব উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্যদিন ১৭/২/৭৭ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া উকিল নিয়োগে উক্ত মোকর্দ্দমায় জবাবাদি দিবেন তদন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমায় বিচার হইবে। এ কারণ উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় স্থানীয় সংবাদপত্র জঙ্গিপুর সংবাদে প্রচার করা হইল।

তপশিল চৌহর্দ্দি

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজা পশ্চিমপাকা খতিয়ান নং ৩ দাগ নং ১৮০ পরিমাণ ২১·২৫ শতক মধ্যে ১০।৩ বিঘা যাহার বাংলা চৌহর্দ্দি

হাল বন্দোবস্তকারী আলতাব হোসেনের জমির দক্ষিণ, নারায়ণপুর সীমানার পূর্ব্ব। খাস খামার জমির উত্তর ও পশ্চিম এই চৌহর্দ্দি মধ্যে ১০।৩ বিঘা দৈর্ঘ্য গড়ান ১১৯০ লিঙ্ক × প্রস্থ গড়ান ২৮৫ লিঙ্ক।

By Order of the Court,
Sd/- B Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

একই পরিবারে সাতজন খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জে পাওয়া পুলিশী সূত্রের এক খবরে প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রে ডোমকল থানার শ্রীরামপুর-নতুনপাড়ার জয়নুদ্দিন সেখ সপরিবারে আততায়ীর হাতে নিহত হন। পরদিন তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ ছেলেমেয়ের মৃতদেহ পুলিশ তাঁর বাড়ী থেকে উদ্ধার ক'রে একটি মামলা রুজু করে। পুলিশের মতে জেলায় এটি একটি বড় ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা।

ফরাক্কায় বিনা ব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার

ফরাক্কা, ২ ফেব্রুয়ারী—বরিশাল সেবা সমিতির ফরাক্কা শাখা কমিটির উদ্যোগে মালদহের বিশিষ্ট চক্ষু বিশারদ ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়ের সহায়তায় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী হতে এখানে বিনা ব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির খোলা হবে। অস্ত্রোপচারে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আগামী ৬ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন ফরাক্কা শাখা সমিতির সম্পাদক কৃষ্ণদুলাল ঘোষ দস্তিদার।

শহীদ দিবস

সকাল ১০টা বেজে ৫৯ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডে সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেশের অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দাঁড়িয়ে নীরবতা শুরু করেন এবং ১১টা বেজে ২ মিনিটে আবার সাইরেন বাজলে নীরবতা ভঙ্গ করেন—গত ৩০ জানুঃ সারা দেশের সঙ্গে একইভাবে জঙ্গিপুরেও যথাযথ মর্যাদায় গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবসটি পালিত হয় শহীদ দিবসরূপে। সকাল দশটায় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এস রাহার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সর্ব্বধর্ম্ম প্রার্থনা সভায় বেদ, কোরান, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনানো হয়।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মাখলে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।